দৈনিক খবর

তারিখ 26 NOV 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী

শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার দায়িত্ব একা সরকারের নয়

বাসস জানায় ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাসী তৎপরতা নির্মূল করার জন্য সকল দল ও মহলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা কামনা করে বলেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্ত্রাসের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব একা সরকারের নয়।

তিনি বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে আমরা শিক্ষাঙ্গনে একটি সুষ্ঠু এবং শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল সোমবার খুলনায় নব প্রতিষ্ঠিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছিলেন। বেগম জিয়া বলেন, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী তৎপরতা সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা এবং বন্ধ করার উপায় সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য

শেষ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ কলামে

শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার সাথে সাথেই সরকার এর সুপারিশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের পেছনে একটি গভীর এবং পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্থবির করে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে বিঘ্নিত করার জন্যই ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে।

তিনি বলেন, এ অবস্থাকে আর চলতে দেয়া যায় না। আমরা সন্ত্রাসের অশুভ চক্রকে সমূলে উৎখাত করতে চাই।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন সংসদের স্পীকার শেখ রাব্বাক আলী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ তায়েবুর রহমান এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ গোলাম রহমান।

সন্ত্রাসকে ক্যান্সার হিসেবে অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী মেধা পাচার, সেশনজট এবং বেকারত্বের জন্য সন্ত্রাসকে দায়ী করে বলেন যে, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অশুভ প্রভাবকে আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ উদ্বোধনের এই পবিত্র অনুষ্ঠানে সবার প্রতি সন্ত্রাস প্রতিহত করার শপথ গ্রহণের আহবান জানান যাতে আর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাস স্পর্শ করতে না পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিপীড়িত জনগণের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পর এখন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে জনগণের আশা-আকাংখাকে পূরণের জন্য আমরা বিরতিহীনভাবে কাজ করছি। প্রধানমন্ত্রী আশা করেন যে, জনগণ বর্তমান সরকারের পক্ষে থাকায় এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করা যাবে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ছাত্রদেরকে তাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তোমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। জনগণের দারিদ্র্য ও দুর্দশা মোচনের জন্য তোমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। তিনি বলেন, তোমাদের আদর্শ হওয়া উচিত সন্ত্রাস নয় বরং মেধা ও বুদ্ধিতে শক্তিশালী হওয়া।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতীয় দাবী অনুসারে বর্তমান সরকার একটি উৎপাদনমুখী ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু করতে আগ্রহী। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সন্ত্রাসী রাজনীতি পরিহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখার অঙ্গীকার নেয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আশা করেন যে, শিক্ষা খাতে বর্তমান সরকারের লক্ষ্য অর্জনে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ অবদান রাখবে।

স্থানীয় সমস্যাবলীর সমাধান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান যে, এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রূপসা সেতু নির্মাণ করা হবে।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে খান জাহান আলী হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই হল নির্মাণে সাত কোটি টাকা ব্যয় হবে।

খুলনায় পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি বড় বাজার এলাকায় যান। এক মাস আগে বড় বাজার ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয়েছিল। এখানে এক স্বতঃস্ফূর্ত জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী সকল ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধনের জন্য সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সন্ত্রাস রোধের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসীরা যে দলেরই হোক না কেন কাউকেই রেহাই দেয়া হবে না।